ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... NOV 1 4 1999 ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ৬ ...

'শিক্ষকদের নকলপ্রবণতা' প্রসঙ্গে জবাব

গত ২০ আগস্ট/৯৯ দৈনিক ভোরের কাগজে এবং ৪ অক্টোবর/৯৯ দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে 'শিক্ষকদের নকলপ্রবণতা প্রসঙ্গে' মুদ্রিত প্রায় অভিন্ন দুটি চিঠি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভোরের কাগজে মুদ্রিত চিঠির লেখক ঈশান ও এষা এবং সংবাদে মুদ্রিত চিঠির লেখক ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী। কে বি হাই স্কুলে উক্ত নামে কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। নকলের বিরুদ্ধে বিশেষ করে 'শিক্ষকদের নকলপ্রবণতা প্রসঙ্গে' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চিঠি লিখতে গিয়ে প্রকৃত নাম-ঠিকানা গোপন রাখা বা ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করার কারণ, আমার বিবেচনায়, লেখকের অপরাধবোধ, সৎসাহসের অভাব এবং অন্তরালে থেকে হিংস্র আক্রমণের আততায়ী প্রবণতা। মুদ্রিত পত্রে কে বি হাইস্কুলের শিক্ষকদের নকলপ্রবণতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে কর্তৃপক্ষ বরাবর ত্বরিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। আমার নামোল্লেখ করে মানহানিকর প্রচুর উক্তি ও মন্তব্য করা হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত এরূপ একটি তিক্ত চিঠির জবাবদান সহজসাধ্য নয়। বিলম্বে হলেও একটা জবাব লিখতে প্রয়াসী হয়েছি। জানি না, শিক্ষা ও শিক্ষকবিরোধী চক্রান্তকারীরা এরপর কোন পথে আক্রমণ পরিচালনা করবে।

আমার সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের প্রায় ২৫ বছরই কেটে গেলো এই কে বি হাইস্কুলে। আমার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আমাকে খুব নিবিড়ভাবে চেনে ও জানে। বাকৃবি ক্যাম্পাসে বসবাসকারী অনেক অভিভাবক, মাতাপিতা, অধ্যাপক, অফিসার, কর্মচারী আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অভ্যাসগত কারণে আমি একজন নিবিষ্ট পাঠক ও অনলস লেখক। বোর্ড অনুমোদিত ১০টিসহ ১৭টি পাঠ্য বইয়ের আমি লেখক। এছাড়া সৃজনশীল বইও আমার প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার কোনো বই কিংবা বইয়ের অংশবিশেষও নকল নয়।

'সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ' বইটির ১৩টি রচনা অধ্যাপক মাহবুবুল আলম রচিত 'বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' বইটির অনুরূপ রচনার সঙ্গে পুরোপুরি মিল আছে। এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত ১৩টি রচনা আমরা (আমি ও সলিল কুমার কাহালি) নকল করেছি। পত্রোক্ত বইগুলোর প্রকাশক মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। আমরা, লেখকেরা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে জমা দিয়েছি। চুক্তি মোতাবেক বই প্রকাশনা, বিক্রি ও মুনাফা অর্জন প্রকাশকের ব্যাপার। মল্লিক ব্রাদার্স এক বিরাট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, বহু লোক এখানে কাজ করেন এবং একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের পাণ্ডুলিপি এখানে জমা হয়। দুটি বইয়ের ১৩টি রচনা একরূপ হওয়ার কারণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মল্লিক ব্রাদার্সই বলতে পারে মল্লিক ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে এক চিঠিতে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি যে, আমাদের বইটি অন্য কোনো বইয়ের নকল নয়। এ ছাড়া ১৯৮৬ থেকে দেড় দশক ধরে এ বইটি গোটা বাংলাদেশে সমাদৃত হয়ে আসছে। বারবার এ বইয়ের সংস্করণ (পঞ্চম সংস্করণ চলছে) হয়েছে। এর বিক্রিও প্রচুর। কে বি হাইস্কুল থেকে ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬ সালে ঢাকা বোর্ডে যারা স্ট্যান্ড করেছিল অর্থাৎ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১০ম, ১৪তম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম, ২০তম স্থান অধিকার করেছিল, তারাসহ স্টার মার্কস পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা এ বইটি পড়েছিল। গত দেড় দশকে এ বইটি সম্পর্কে কখনো কোনো অভিযোগ, অনুযোগ কোনো মহল থেকেই শোনা যায়নি। বরং আমি সর্বমহলে শিক্ষক ও লেখক হিসেবে অভিনন্দিত ও সংবর্ধিত হয়েছি।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ঈশান ও এষা নামে কোনো ছাত্রছাত্রী কে বি হাইস্কুলে নেই। মুদ্রিত পত্রের ভাষায় যে শ্লেষোক্তি (যেমন, স্বনামধন্য শিক্ষক) গোপন স্বার্থ প্রসূয়া ও গাত্রদাহ, (যেমন, বইটি বছরের পর বছর ধরে পাঠ্য তালিকায় জেঁকে বসেছে), অন্ধ জুগুপ্সা (যেমন শিক্ষকই ছাত্রকে নকল করার কাজে ঠেলে দিচ্ছেন) এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা কে বি হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেই। আমি দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে ওদের রুচি প্রবৃত্তি, স্বভাবধর্ম, চেতনার স্তর সম্পর্কে বিলক্ষণ জানি। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সত্যভাষী, সৎসাহসী, ভক্তি ও যুক্তিপরায়ণ হতে শিক্ষা দিই, কদাচ মিথ্যার আশ্রয় নিতে বলি না। পত্রটির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি দৃষ্টে মনে হয়, কোনো হিংস্র মানসিকতার বয়স্ক ব্যক্তিই এমন আততায়ী পত্র রচনা করে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী নামে পত্রিকায় চালান করে দিয়েছেন।

শেখ আবদুল জলিল
সিনিয়র শিক্ষক, কে বি হাইস্কুল
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।